JAN. 10 2001

দৈনিক ইনকিলাব

১৩ বছর পর ৩০ জানুয়ারী চট্টগ্রাম ভার্সিটি সিনেটে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন

আবদুল মালেক ॥ প্রায় ১৩ বছর পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে ৩৩ জন শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনকে সামনে রেখে শিক্ষক রাজনীতি সরগরম হয়ে উঠেছে। আগামী ৩০ জানুয়ারী এই নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। নির্বাচনে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী সাদা দল পূর্ণ প্যানেলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। এই লক্ষ্যে ইতিমধ্যে ব্যাপক তৎপরতা চলছে। অন্যদিকে আওয়ামী-বামপন্থী গোলাপী দলে চলছে টানাপড়েন। এমনকি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা না করা নিয়েই গোলাপী দলে বাদানুবাদ চলছে। সেই দলের কেউ কেউ সিনেট নির্বাচনের আগে শিক্ষক সমিতির নির্বাচনেরও প্রস্তাব তুলেছেন। গোলাপী দলের সংশ্লিষ্ট একাধিক শিক্ষক নেতা আলাপকালে তাদের হতাশার কথা ব্যক্ত করেন। তাদের মতে, বর্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতি গোলাপী দলের অনুকূলে নয়। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট ও ডীন নির্বাচনে গোলাপী দলের প্রার্থীরা সাদা দলের কাছে চরমভাবে পরাজিত হয়েছে। এসব পরাজয়ের পেছনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ পদে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং ভিসি-প্রোভিসির গ্রুপিং দলের অভ্যন্তরের বিভাজন প্রবণতার প্রভাব ছিল বলে তাদের ধারণা। সে কারণে সিনেটের মত গুরুত্বপূর্ণ পরিষদের ৩৩ জন শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনের ফলাফল কি হবে তা নিয়েই এখন গোলাপী দল উদ্বিগ্ন। কারণ এই নির্বাচনের ফলাফল পরবর্তী সকল নির্বাচনেই প্রভাব ফেলবে। এ নিয়ে গোলাপী দলের বিবদমান গ্রুপগুলো ইতিমধ্যে দফায় দফায় বৈঠক করেছে। কিন্তু সেখানেও তারা কোন সিদ্ধান্তে যেতে পারেননি। জানা গেছে, কোন কোন শিক্ষক নেতা ভিসি প্রফেসর আবদুল মান্নানের বৈধতায় প্রশ্ন তুলেছেন। তাদের মতে, এ্যাক্ট অনুসারে তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে। এরপর ভার্সিটির রুটিনওয়ার্ক ছাড়া অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত নেয়ার বৈধতা থাকে না। আবার কেউ কেউ এই মতের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, এসব গালগল্পের কোন যুক্তি নেই। এটা মান্নানবিরোধীদের অপপ্রচার। তবে একজন শীর্ষ নেতা জানান যে, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শেষ পর্যন্ত গোলাপী দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ নাও করতে পারে।

অন্যদিকে সাদা দলের গ্রুপ লীডার ও প্রভাবশালী নেতা প্রফেসর ডঃ ইউসুফ শরীফ আহমেদ খান ইনকিলাবকে জানান, সাদা দল সবসময় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সূতিকাগার। বর্তমান সরকারের আমলে একদলীয় নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যেভাবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়েছে, তার উত্তরণে সকল পরিষদের নির্বাচনের বিকল্প নেই। সেজন্য সাদা দল নির্বাচনে অংশ নেবে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই এ ব্যাপারে গ্রুপ বৈঠক ও প্যানেল ঠিক হবে। এ প্রসঙ্গে সাদা দলের অন্যতম নীতিনির্ধারক বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী ডঃ মোঃ মাহবুব উল্লাহ প্রশাসনের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন, বর্তমান প্রশাসন বিভিন্ন নির্বাচনে অযাচিত হস্তক্ষেপ করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাহত করেছে। এই নির্বাচনে সে রকম কোন হস্তক্ষেপ করলে তার দায়ভার প্রশাসনকে বহন করতে হবে।

উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ সিনেট নির্বাচন হয়েছিল ১৯৮৭ সালে তৎকালীন ভিসি প্রফেসর মোহাম্মদ আলীর সময়ে। এরপর আর কোন নির্বাচন হয়নি। ১৯৯৬ সালের ৩০ নভেম্বর ভিসি ডঃ আর আই চৌধুরী একবার শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনের উদ্যোগ নেন। কিন্তু ভোটাধিকার প্রশ্নে একজন পুনঃ নিয়োগপ্রাপ্ত অধ্যাপকের রীট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সে নির্বাচন আর হয়নি। এভাবে ১৩ বছর আগের নির্বাচিত সিনেটের ৩৩ জন শিক্ষক প্রতিনিধির মধ্যে অবসর ও মৃত্যুজনিত কারণে বর্তমানে ২৪ জনে এসে ঠেকেছে।